উপক্রমণিকা

উনিশ শতকের গদ্যভাষা মুখ্যত সাময়িক পত্রিকাকে আশ্রয় করে প্রসার লাভ করেছিল। এই সময়ে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাগুলি সমাজ, ধর্ম ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে নানাবিধ প্রচারের দ্বারা মানুষের মনের মধ্যে প্রবল ও বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। উনিশ শতকের শেষার্ধ যেমন বঙ্কিমযুগ নামে খ্যাত, তেমনি বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশক রবীন্দ্রযুগ নামে খ্যাত হয়েছিল। এই সময়ে সাহিত্যের সব কটি বিভাগে রবীন্দ্রনাথের পদচারণা লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের বিস্ময়। তাঁর সম্পর্কে জানার যেন আর শেষ নেই। প্রতি মুহূর্তে যেন নতুন নতুন তথ্যের আলোয় উদ্ভাসিত। এমনই এক তথ্যের ভান্ডার এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

আমার গবেষণার বিষয় রবীন্দ্রনাথ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৭৬৫ শকাব্দের (১৮৪৩ সাল) ভাদ্র মাসে। এই পত্রিকা যখন আঠারো বছরে অর্থাৎ যৌবনে পদার্পণ করে তখন রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে বরাবর গভীর আগ্রহ ও অপার কৌতূহলের বিষয়। অতএব রবীন্দ্রনাথ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সংক্রান্ত গবেষণাকর্মে নিযুক্ত হয়ে মনের মধ্যে ভীষণ উৎসাহ অনুভব করি। কারণ তত্ত্ববোধিনী এমন একটি পত্রিকা, যে পত্রিকায় কবি রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মাত্র বারো বছর বয়সে 'অভিলাষ' নামক কবিতাটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এই 'অভিলাষ' কবিতাটিই প্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত কবিতা। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং চার বছর ধরে একাদিক্রমে যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পরিচালনা করেছেন, যে পত্রিকাটির পরতে পরতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত অসংখ্য সংবাদ ছড়িয়ে আছে, সেই পত্রিকা নিয়ে কাজ করা পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। উপরন্তু বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ ভিন্নধরনের এক মানসিক বৈশিষ্ট্যের ছবি ফুটে উঠেছে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাতায়, যা তাঁর অন্তরের গভীর অনুভূতি থেকে জাত। তা হ'ল ধ্যানমগ্ন ঋষি রবীন্দ্রনাথের ধর্মীয় চিন্তার পরিচয়, যা ছড়িয়ে রয়েছে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত ভাষণ, বক্তৃতা ও উপদেশের মধ্যে। যার পরিচয় অন্য সাময়িকপত্রের ক্ষেত্রে বিরল বলা যায়। তাই নানা তথ্যে সমৃদ্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নিয়ে গবেষণা কালে

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য পরিবেশন ও সংবাদ সংগ্রহের কাজ যথাসাধ্য নিষ্ঠা সহকারে করবার চেষ্টা করেছি। আমার গবেষণার মূল বিষয় যেহেতু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তাই এই পত্রিকার নামোল্লেখের সময় উদ্ধরণ চিহ্নের ব্যাপক ব্যবহারের দ্বারা পাঠকের দৃষ্টিকে পদে পদে হোঁচট খাওয়া থেকে বিরত থেকেছি। আমার গবেষণার বিষয়টিকে চারটি অধ্যায়ে বিভাজন করেছি। প্রথম অধ্যায়ে তত্ত্ববোধিনীপূর্ব উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বাংলা সাময়িকপত্রের পরিচয় অল্পকথায় দিয়েছি। অতঃপর এই ধারাবাহিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একটা সাধারণ পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত গান ও কবিতা, গদ্যরচনা ও ভাষণাদির আলোচনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রমানসিকতার বিশেষ বিশেষ দিকের যথাসম্ভব পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। সবকটি গান ও গদ্যরচনার আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। কারণ তাঁর গান ও গদ্য রচনার সংখ্যা প্রচুর, তবে গদ্যরচনার যেগুলি প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে বিশেষত রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনাকালের, সেগুলির অধিকাংশই আলোচনার বিষয়ীভূত করা হয়েছে। সামান্য অংশই হয়তো আলোচনার বাইরে থেকে গেছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্র প্রসঙ্গগুলিকে যথাযথভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এখানে আমার নিজের কথা খুবই কম। সবটাই প্রায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কথা বা ভাষা ব্যবহার করেছি। সেক্ষেত্রে উদ্ধৃতি চিহ্নের ব্যবহার বিষয়টিকে ভারাক্রান্ত করবে বলে সেকাজ থেকে বিরত থেকেছি। ১৮৫৪ শকাব্দ পর্যন্ত পত্রিকার সব সংখ্যাই পেয়েছি। কিন্তু ১৮৫৫ শকাব্দের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শুধুমাত্র বৈশাখ সংখ্যা বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে পেয়েছি। এরপর থেকে পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ থাকে। তারপর নবপর্যায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ শকাব্দে। এই ১৮৫৯ শকাব্দ থেকে ১৮৬৩ শকাব্দ পর্যন্ত সবকটি সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। যদিও আমার গবেষণার পরিসীমা ১৮৬৩ শকাব্দ পর্যন্ত। তাই ১৮৫৯ থেকে ১৮৬৩ শকাব্দের কোনো কোনো মাসিক সংখ্যা পাওয়া গেলেও বাকী সংখ্যাগুলির জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি, জাতীয় গ্রন্থাগার, রামমোহন লাইব্রেরী, ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরী ছাড়াও জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরী (উত্তর পাড়া)তে হন্যে হয়ে

ঘুরি, কিন্তু বলাই বাহুল্য বিফল হতে হয়েছে। অতএব বিশ্বভারতীতে যেটুকু পেয়েছি তার উপর নির্ভর করেই আমাকে গবেষণার কাজে এগিয়ে যেতে হয়েছে।

সর্বশেষ অধ্যায় অর্থাৎ চতুর্থ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনার বৈশিষ্ট্য বিষয়ে পরিচিতি দেবার চেষ্টা করেছি। এই অধ্যায়েই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনার সংকলন ও বর্গীকরণের কথা ছিল। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনার সংখ্যা প্রচুর এবং সে কাজ করলে রচনাবলীর বিভিন্ন রচনার অন্ধ অনুকরণ হয়ে যেতে পারে, তাই এ কাজ থেকে বিরত থাকলাম। দুটি রবীন্দ্ররচনা পূর্ণাঙ্গ রূপে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। তাই ঐ দুটি রচনা রবীন্দ্ররচনাবলীর অন্তর্ভুক্তও হয়নি। ঐ রচনার যতটুকু করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় পেয়েছি ততটাই সংকলন করেছি। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত চার বছরের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনার বর্গীকরণের কাজ করেছি এর গুরুত্বকে স্বীকার করে নিয়ে। কিছুক্ষেত্রে অনেক অনুসন্ধানের পরেও রবীন্দ্ররচনার গ্রন্থভুক্তির উল্লেখ করতে পারিনি। সে কারণে নির্দিষ্ট স্থানগুলিতে ফাঁক পূরণ সম্ভব হয়নি। রবীন্দ্র সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রায় নিয়মিতভাবে অন্যান্য যেসকল লেখকদের রচনা প্রকাশিত হয়েছে তাঁরা কি ধরনের লেখা লিখেছেন তারও একটা পরিচয় আমার গবেষণাপত্রে দেবার চেষ্টা করেছি।

এই পর্বে আরো রয়েছে রবীন্দ্র সম্পাদিত পর্বের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখক ও তাঁদের রচনাবলীর ক্রমানুসারী সূচি। আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, আমার গবেষণার মূল বিষয় যেহেতু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সে জন্য এই পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পত্রিকার বানানকেই হুবহু রেখে দেওয়া হয়েছে। সে জন্য ধর্ম বানানের ক্ষেত্রে ধর্ম্ম, তেমনি কর্মের ক্ষেত্রে কর্ম্ম, বর্তমান এর ক্ষেত্রে বর্ত্তমান, এমনই সব বানান ব্যবহৃত হয়েছে। একটি শব্দের বানানের একাধিক রূপ ব্যবহৃত হয়েছে। মূল বানানের আমরা কোনো পরিবর্তন করিনি -- যেমনটি দেখেছি তেমনিটি রেখেছি। সবশেষে উপসংহার অংশের আলোচনার মধ্যে দিয়ে গবেষণাপত্রের সমাপ্তির রেখা টানা হয়েছে। সাময়িক পত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ বিষয়ে 'সাহিত্য', 'প্রবাসী', 'শান্তিনিকেতন',

'শনিবারের চিঠি', 'সাধনা' পত্রিকা নিয়ে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ 'পরিচয়' পত্রিকা নিয়েও গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নিয়ে কোনো গ্রন্থ বা গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়নি। এদিক থেকে আমার গবেষণা পত্রটি অবশ্যই অভিনবত্বের দাবী রাখতে পারে।